সংবাদ

তারিখ 07 OCT 2013
পৃঃ ৪ কলাম ২

সব শিক্ষা বোর্ড এখন ডিজিটালাইজড

৩০ হাজার স্কুল-কলেজ-মাদরাসা অনলাইন সেবা পাবে : শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বাস্তবায়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এগিয়ে যাচ্ছে। দেশের সব শিক্ষা বোর্ডের সব কার্যক্রম এখন থেকে অনলাইনে হচ্ছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থী, অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্টরা এখন নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে বসে খরচবিহীন ও বিনা ঝামেলায় ই-সেবা গ্রহণ করতে পারছেন।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গতকাল ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ মিলনায়তনে দেশের ১০টি শিক্ষা বোর্ডের ই-সেবা কার্যক্রম উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন। ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর তাসলিমা বেগমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে শিক্ষাসচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী ও বোর্ড চেয়ারম্যানরা বক্তৃতা করেন।

অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষাখাতের সর্বত্র তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণ করে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে কাজ করছি। পাবলিক পরীক্ষার ফল এখন পরীক্ষার্থীরা ঘরে বসে পেয়ে যায়, পুনঃপরীক্ষা, ফরম ফিলআপ, রেজিস্ট্রেশনসহ সবই নিজ প্রতিষ্ঠানে বসে করা যাচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের সকল চিঠিপত্র, আদেশ-নির্দেশ, সারকুলার-প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা সবই অনলাইনে দেয়া হচ্ছে। ভর্তির ফরম ফিল আপ, প্রবেশপত্র, ভর্তি অনলাইনে করা হচ্ছে। তিনি বলেন, দেশের ২৩ হাজার ৩০টি স্কুল-কলেজ-মাদরাসায় শুরু হয়েছে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম। শিক্ষকরা ডিজিটাল কনেন্টস তৈরি করছেন। শিক্ষকদের জন্য খোলা হয়েছে শিক্ষক বাতায়ন পোর্টাল। এখন শিক্ষার্থীদের জন্য বিমূর্ত শিখন বিষয়গুলো অনেক সহজ মূর্ত করে বোঝানো সম্ভব হচ্ছে। ব্লাকবোর্ড-চক-ডাস্টারের দিন শেষ। নুরুল ইসলাম নাহিদ জানান, আজ (গতকাল) থেকে দেশের ১০টি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সকল কাজে ই-সেবা কার্যক্রম শুরু হলো। সেবার পরিধি আরও বৃদ্ধির লক্ষ্যে বোর্ডগুলো দেশের প্রায় ৩০ হাজার স্কুল-কলেজ-মাদরাসায় সাব-ডোমেন তৈরি করছে। যা বোর্ডের মূল ওয়েবসাইটের সঙ্গে লিংক রেখে এপ্লিকেশনগুলো পরিচালনা করা হবে। স্কুল-কলেজগুলো নিজেরাই এখন এ সাইটে তাদের নোটিশ, নিউজ, লোগো, ফটো গ্যালারি, ইতিহাস, কার্যক্রম, একাডেমিক রেকর্ডস ইনসার্ট করতে পারবে। ইলেক্ট্রনিক স্টুডেন্টস ইনফরমেশন ফর্ম (ই-এসআইএফ), ইলেক্ট্রনিক ফর্ম ফিলআপ (ই-এফএফ), ইলেক্ট্রনিক ইনস্টিটিউট ইনফরমেশন (ই-আইআইএফ), ইলেক্ট্রনিক টিচার্স ইনফরমেশন (ই-টিআইএফ), ই-ড্রাফট, ই-এএফ, ই-এটেনডেন্সসহ সবই এখন অনলাইনে চলবে। আগে এসব কাজ করার জন্য সংশ্লিষ্টদের ৩ থেকে ৬ বার শিক্ষা বোর্ডে যাতায়াত করতে হতো। ব্যয় হতো অনেক অর্থ। শিক্ষা বোর্ড, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের জন্য সম্ভাবনার নতুন দ্বার খুলে গেল। এটি দেশের জন্য একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এর ফলে বোর্ডসমূহের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাও বাড়বে। শিক্ষামন্ত্রী সবাইকে এ সুযোগ ব্যবহারের আহ্বান জানান।